মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে সহযোগিতার হাত বাড়ালেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা

জমিজুড়ে পাকা ধান। উঠবে ফসল। ভরবে গোলা। খুশি আর আনন্দে ভরে উঠবে মন। মেহেরপুর সদর উপজেলাধীন গোভীপুর গ্রামের কৃষক আনারুল ইসলামের দেড় বিঘা জমির ধান কেটে দিয়েছে জেলা যুবলীগ।

শুক্রবার সকালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ফরহাদ হোসেন এমপির দিক নির্দেশনায় কৃষকের ধান কেটে দিলেন জেলা যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নেতৃত্বে কৃষকের ধান কাটায় অংশ গ্রহন করেন সাবেক ছাত্রনেতা ও বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফিক কামাল পলাশ, সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম আনু, শহর যুবলীগের সভাপতি শেখ কামাল, সাধারণ সম্পাদক তহিদুল ইসলামসহ নেতার্কমীরা।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল এসময় বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশে আওয়ামী লীগসহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিনা পারিশ্রমিকে অসহায় কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছি। চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দিক নির্দেশনায় মেহেরপুর যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা কৃষকের পাশে থেকে পাকা ধান ঘরে তুলতে সাহায্য করে চলেছে।

লকডাউনে মৌসুমের পাকা ধান ঘরে তোলা নিয়ে দেশের অনেক স্থানের কৃষকরা আর্থিক ও শ্রমিক সংকটে মধ্যে পড়েন। অন্যান্য বছরে ধান কাটা মৌসুমের শুরুতে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা আসলেও গত দুই বছর করোনার কারণে আসতে পারছে না। ফলে পাকা ধান ঘরে তুলতে নানা জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছে চাষিরা।

যে সরকার জোর করে ক্ষমতায় থাকে জনগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকে না

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, যে সরকার জোর করে ক্ষমতায় থাকে জনগণের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। যেহেতু তারা জনবিচ্ছিন্ন থাকে সে কারণে তাদের হত্যা, গুম নির্যাতনের আশ্রয় নিতে হয়। এটা আজকের বিষয় নয়, বহু আগে থেকেই চলে আসছে।

শুক্রবার দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমরা যে উদ্দেশ্যে এই রাজনীতি, আন্দোলন সংগ্রাম করছি, যে কারণে আমাদের এই ছেলেরা মাঠ থেকে হারিয়ে গেলো, আমরা একটা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান, মানবাধিকার সম্পাদক অ্যাডভোকেট আসাদ, দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান সালেহ প্রিন্স, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হক প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় আ.লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ আহত ৩

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের নেতা- কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে পুলিশের এএসআইসহ তিনজন আহত হয়েছেন।

এর মধ্যে রাশেদুল হক (৩৫) নামে এক ব্যক্তি হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

বুধবার সকালের দিকে উপজেলার বাগুলাট ইউনিয়নের শালঘরমধুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শটগানের ১৫টি ফাঁকা গুলি করে। এ সময় অন্তত ১০ জনকে আটক করা হয়। বর্তমানে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্পের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) ফরিদ হোসেন, শালঘরমধুয়া গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে ফারুক হোসেন (৩৮) ও আতিয়া শেখের ছেলে রাশেদুল হক (৩৫)। আহত ব্যক্তিরা সবাই কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে শালঘরমধুয়া এলাকায় আওয়ামী লীগ দলীয় আলী হোসেন ও তোফাজ্জেল হোসেন পক্ষের সঙ্গে জাফর ও লিটন পক্ষের বিরোধ চলছে। এলাকায় প্রভাব ও আধিপত্য নিয়ে বিরোধের জেরে ৪ এপ্রিল জাফরের সমর্থক আরিফ হোসেন তোফাজ্জেলের এলাকায় রোগী দেখতে যান। এ সময় চোর গুজব তুলে আরিফকে বেধড়ক মারধর করে প্রতিপক্ষরা।

এ নিয়ে দুই দিন পর ৬ এপ্রিল উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে জাফর পক্ষের মুকুল ও তোফাজ্জেল পক্ষের ওয়াদুদ আহত হন। এ ছাড়া উভয় পক্ষের ১৫ থেকে ২০টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় উভয় পক্ষ থানায় মামলা করে এবং আসামিরা জামিনে ছাড়া পান।

জামিন নিয়ে এসে কয়েক দিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে আবারও উত্তেজনা চলছিল। আজ সকালে তোফাজ্জেল পক্ষের সমর্থকেরা জাফর পক্ষের ফারুক, রাশেদুলসহ অন্যদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করেন। এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন বাধা দেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ফাঁকা গুলি ছোড়ে। সংঘর্ষে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আকুল উদ্দীন বলেন, রাশেদুল হকের বাঁ হাতে গুলি লেগেছে, সেটা বের হয়নি। অস্ত্রোপচার করাতে বলা হয়েছে। তবে তিনি আশঙ্কামুক্ত। কী ধরনের গুলি, এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এই চিকিৎসক আরও বলেন, ‘বুলেট না রাবের বুলেট সেটা বলা যাচ্ছে না। তবে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।’

কুমারখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাকিব হাসান বলেন, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুপক্ষের দীর্ঘদিন বিরোধ চলছে। এ নিয়ে থানায় দুটি মামলা রয়েছে। সকালে হঠাৎ দুই পক্ষ ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করে এবং সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে।

একপর্যায়ে ফাঁকা গুলি ছোড়া হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। পুলিশসহ তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

একজন গুলিবিদ্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, সংঘর্ষের সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ সদস্যরা দুটি বিলের মধ্যে চলে যান। গুলিবিদ্ধ কীভাবে হলেন জানা নেই।

গাংনীতে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় আরো এক আসামী গ্রেফতার

গাংনীর সাহারবাটির আওয়ামী লীগের দু পক্ষের সংঘর্ষ ও বোমা হামালার ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলায় টুটুল পক্ষের একজন এজাহার ভুক্ত আসামী কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় সাহারবাটি মাঠ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত আসামী হচ্ছেন সাহারবাটি গ্রামের তোকুল

হোসেনের ছেলে সাগর আলী(২২)। তাকে মেহেরপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গাংনীর সাহারবাটি বাজারে আওয়ামীলীগের দু’গ্রুপে সংঘর্ষ ও বোমা হামলার ঘটনায় উভয় পক্ষ দুটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার আসামী সাগর আলী সাহারবাটি মাঠে অবস্থান করছেন এমন গোপন সংবাদের বিভিত্তে তাকে গ্রেফতার করা হযেছে।

পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। মামলার অন্য আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে আওয়ামী লীগের দু’গ্রুপে সংঘর্ষের ঘটনায় একজন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি গ্রামে আওয়ামীলীগের দু’গ্রুপের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়াহর হামলা ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি দুটি মামলা হয়েছে। পুলিশ ইতোমধ্যে ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি সাহারবাটি বাজার কমিটির সভাপতি আতাউর রহমান টোকনকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ জানায়, গত ২৪ এপ্রিল সকালে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল ও নৌকা মনোনীত বর্তমান চেয়ারম্যান গোলাম ফারুকের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এসময় পাঁচটি বোমার বিষ্ফোরণ ঘটে। আহত হয় উভয় পক্ষের চারজন। এ ঘটনায় উভয় পক্ষ পাল্টা পাল্টি দুটি মামলা দায়ের করেন। চেয়ারম্যান গ্রুপের পক্ষে মাবিয়া মলদারের ছেলে হাফিজুর রহমান বাদী হয়ে ২৬ জনকে আসামী করে একটি মামলা করেন । মামলা নং-২১/২০২১। অপরদিকে গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে রাকিবুল ইসলাম টুটুল বাদী হয়ে ২৭ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন । যার মামলা নং ২২/২০২১। মামলাটি দুটি তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এসআই আব্দুর

রাজ্জাক ও এসআই গোলাম মোস্তফাকে।

রাকিবুল ইসলাম টুটুলের দায়েরকৃত মামলার এক আসামী সাহারবাটি গ্রামের মৃত আজাহার আলীর ছেলে ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি এবং সাহারবাটি বাজার কমিটির সভাপতি আতাউর রহমান টোকনকে রবিবার সকালে চারাচারা বাজার থেকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, উভয় পক্ষ মামলা করেছে। আমরা আসামীদেরকে গ্রেপ্তারে জোর চেষ্টা করছি। সাহারবাটিতে আর কোন ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য পুলিশি টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখ্যঃ সাহারবাটি গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষে ফিল্মি স্টাইলে পুলিশের উপস্থিতিতে বোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ও ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম টুটুল পক্ষের মধ্যে গতকাল শনিবার সকাল নয়টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষে চার জন আহত হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি না মানলে ফের কঠোর লকডাউন : কাদের

গণপরিবহনসহ সর্বত্র স্বাস্থ্যবিধি না মানলে আবারও কঠোর লকডাউন দেওয়া হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

রোববার তার বাসভবন থেকে পাঠানো এক ভিডিওবার্তায় এ হুশিয়ারি দেন ওবায়দুল কাদের।

ভিডিওবার্তায় ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, লকডাউনের পরে গণপরিবহন চলাচলে সুযোগ দেওয়া হলে সবাইকে স্বাস্ব্যবিধি মেনে চলতে হবে। তা না হলে সরকার আবারও কঠোর লকডাউন দিতে বাধ্য হবে।

ওবায়দুল কাদেরের এই বক্তব্য সর্বাত্মক লকডাউন আর না বাড়ানোর

ইঙ্গিত।

আগামী ২৮ এপ্রিলের পর লকডাউনের মেয়াদ না বাড়ানোর জানিয়েছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। শুক্রবার বিকালে তিনি জানান, বৃহস্পতিবার চালু হবে গণপরিবহন, সীমিত পরিসরে খুলবে সরকারি-বেসরকারি অফিস।

‘আগামী ২৮ এপ্রিলের পর বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে। কিন্তু নো মাস্ক নো সার্ভিস- এটা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হবে। মানুষ মাস্ক পড়বে, শারীরিক দূরত্ব মেইনটেইন করবে। কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানলেই আমরা জীবন ও জীবিকা দুটোই চলাতে পারব। এই কয়দিনে সংক্রমণ অনেকটাই কমে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।’

তিনি বলেন, ‘গণপরিবহন চালুর বিষয়টি সিদ্ধান্তের পর্যায়ে আছে। চালু হলেও তো স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলতে হবে। আমাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করতে হবে। শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সেটা করা হবে। যেভাবে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়েছে, সেভাবে খুলবে।’

দেশে প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ। প্রথম মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। সম্প্রতি করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় ১৪ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে আট দিনের কঠোর লকডাউন শুরু হয়। লকডাউনের মধ্যে পালনের জন্য ১৩টি নির্দেশনা দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে। সেই মেয়াদ শেষ হয় গত বুধবার (২১ এপ্রিল) মধ্যরাতে। তবে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় সর্বাত্মক লকডাউনের মেয়াদ আগামী ২৮ এপ্রিল মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

গাংনীর সাহারবাটিতে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষ,৫টি বোমার বিস্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষে ফিল্মি

স্টাইলে পুলিশের উপস্থিতিতে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ও ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম টুটুল পক্ষের মধ্যে আজ শনিবার সকাল নয়টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষে চার জন আহত হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা গেছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। গত শুক্রবার সন্ধায় টুটুল পক্ষের হামলায় চেয়ারম্যান পক্ষের তিন জন আহত হয়। আহতরা হলেন, ইসলামের ছেলে সুজন (২৫),দাউদ হোসেনের ছেলে আমানুর (৪৫) ও রেহান আলীর ছেলে আয়েছ (৩৭)। আহত সুজনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়। সে থেকেই এলকায় নেমে আসে নিরবতা। চারাচারা বাজারের ব্যবসায়ীরা তড়িঘড়ি করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়।

সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতংক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে সাহারবাটি বাজারে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এর জেরে আজ শনিবার সকালে পুলিশের উপস্থিতিতে দু’পক্ষের লোকজন চাইনিজ কুড়াল,লাঠিশোঠা লোহার রড নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আধিপত্য দেখাতে পর পর ৫টি বোমার বিষ্ফোরণ ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের চার জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত দুই জনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় একে অপরকে দায়ী করছেন উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ। এঘটনায় চরম আতংকে রয়েছ এলাকার সাধারণ মানুষ । যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

রাজধানীতে আ.লীগ নেত্রীকে

কুপিয়ে হত্যা

রাজধানীর পল্লবীতে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে তার স্বামী।

নিহতের নাম উমামা বেগম কনক (৪০)। তিনি আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণবিষয়ক উপকমিটির সদস্য।

শুক্রবার মধ্যরাতে পল্লবী থানাধীন মিরপুর ডিওএইচএস, ৭৪৩ নম্বর বাসায় এ ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত অবস্থায় কনককে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোরে তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় নিহতের স্বামী ওমর ফারুককে আটক করেছে পুলিশ।

নিহতের বোন জামাই বাবুল জানান, ওমর ফারুক দীর্ঘদিন জাপানে ছিলেন। দেশে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। যতটুকু জেনেছি ব্যবসায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কী কারণে এ ঘটনা ঘটিয়েছে এ বিষয়ে জানতে পারিনি।

পল্লবীর থানার ওসি কাজী ওয়াজেদ আলী বলেন, পারিবারিক কলহে রাতে স্ত্রীকে বটি দিয়ে কুপিয়ে আহত করেন স্বামী। পরে মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে মারা যান তিনি।

তিনি বলেন, যতটুকু জানতে পেরেছি নিহতের স্বামী জাপান থাকতেন। পাঁচ বছর আগে দেশে আসেন। বর্তমানে তার ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফ্ল্যাট নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে স্বামী তাকে কোপায়।
‌
এ ঘটনায় নিহতের স্বামী ওমর ফারুককে আটক করা হয়েছে বলে জানান ওসি।

কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের তাগিদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যে অবিলম্বে এক উচ্চাভিলাষী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখতে উন্নত দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে অবিলম্বে একটি উচ্চাভিলাষী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আয়োজিত ২২ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া দুই দিনব্যাপী জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী এক ভিডিও বার্তায় এ কথা বলেন। ৪০ জন বিশ্ব নেতা এতে অংশ নিচ্ছেন।

জলবায়ু ইস্যুগুলো সমাধানে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, কভিড-১৯ মহামারি আমাদের শিখিয়ে গেল যে-শুধুমাত্র শক্তিশালী সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলা করা সম্ভব। ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম-সিভিএফ (ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম) এবং ভি২০ (ভালনারেবল টুয়েন্টি) এর সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে-জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর স্বার্থ সমুন্নত রাখা।

তিনি আরো বলেন, গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন-এর দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক অফিস বাংলাদেশে। বাংলাদেশ স্থানীয়ভাবেই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে টেকসইভাবে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি প্রচার করছে। আর এ ব্যাপারে ‘সিওপি এর দায়িত্বশীল সদস্য রাষ্ট্র ও সিভিএফ এর চেয়ার হিসেবে আরো কিছু পরামর্শ দিতে চাই।

দ্বিতীয় পরামর্শ হিসেবে তিনি বলেন, ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিলের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করতে হবে, যা অভিযোজন ও প্রশমনের মধ্যে ৫০:৫০ ভারসাম্য বজায় রাখবে। এই তহবিলের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়গুলোর ক্ষয়-ক্ষতি পূরণে বিশেষ দৃষ্টি দেবে।’ প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় পরামর্শ হচ্ছে, ‘প্রধান অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উদ্ভাবনের পাশাপাশি

জলবায়ু অর্থায়নের জন্য বিশেষভাবে ছাড় দিতে হবে।

তিনি সর্বশেষ পরামর্শে বলেন, ‘সবুজ অর্থনীতি ও কার্বন প্রশমন প্রযুক্তিগুলোর উপর দৃষ্টি দিতে হবে। এ লক্ষ্যে দেশগুলোর মধ্যে প্রযুক্তির বিনিময় করতে হহবে।’
শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন ও এই আয়োজনে তাকে আমন্ত্রণ করায় শেখ হাসিনা প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ফিরে আসায় বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের আন্তরিক প্রশংসা করছে এবং বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক। জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ও সীমিত সম্পদের দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ অভিযোজন ও প্রশমনের ক্ষেত্রে বিশ্ব নেতৃত্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, প্রতি বছর আমরা আমাদের জিডিপির প্রায় ২.৫ শতাংশ বা প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় টেকসই জলবায়ু সহনশীল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যয় করি। আমরা মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যূত প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছি। এটা আমাদের প্রতিবেশকে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন-এনডিসি বৃদ্ধিতে এবং জলবায়ুর পরিবর্তন সহনীয় টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা বিদ্যমান জ্বালানি, শিল্প ও পরিবহন খাতের পাশাপাশি নতুন খাত অন্তর্ভূক্ত করেছি। এভাবে আমরা কার্বন হ্রাসের পদক্ষেপ নিয়েছি। এছাড়াও ২০২১ সাল নাগাদ উচ্চাভিলাষী এনডিসি পেশের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ‘মুজিববর্ষ’ উদযাপন করছে। তিনি বলেন, ‘আমরা দেশব্যাপী ৩০ মিলিয়ন চারা রোপনের পরিকল্পনা করেছি এবং কম-কার্বনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ‘মুজিব ক্লাইমেট প্রোসপারিটি প্ল্যান’ প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করছি।

যে ৩৯ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন-সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চীনের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং, জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল, ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ, সংযুক্ত

আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফার্নান্দেজ, তুর্কি প্রেসিডেন্ট রেসেপ তাইয়েপ এরদোগান, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগা, ইতালিয়ান প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাঘি, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন, নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী জ্যাসিন্ডা আরডার্ন এবং স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। পাশাপাশি, ইউরোপীয় কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেলের ভার্চুয়ালি যোগদানের কথা রয়েছে। সূত্র- কালের কণ্ঠ

হেফাজতের ‘তাণ্ডবের’ সব ঘটনার সঙ্গেই বিএনপি জড়িত: কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক দানবের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষক দল হচ্ছে বিএনপি।

তিনি বলেন, ঢাকা, চট্রগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হেফাজতের ‘তাণ্ডবের’ সব ঘটনার সঙ্গেই বিএনপি জড়িত ছিল।

ওবায়দুল কাদের শুক্রবার সকালে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত অসহায়, কর্মহীন মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে এ সব মন্তব্য করেন।

তিনি তার সরকারি বাসভবন থেকে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি মানুষের পাশে থেকে আস্থা অর্জন করা একমাত্র রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, চলমান করোনা সংকটেও সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সারা দেশের অসহায়, খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে জনপ্রতিনিধি ও দলের নেতাকর্মীরা শুধু সুরক্ষা সামগ্রী নয়, নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তা নিয়েও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন বলে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক।

লকডাউনের কারণে যারা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, সেসব অসহায়, খেটে খাওয়া মানুষ ও ছিন্নমূল, ভাসমান মানুষদের সহায়তা করার জন্য দলের নেতাকর্মী ও সমাজের সামর্থবানদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, করোনাকে পরাজিত না করা পর্যন্ত দুস্থ, অসহায়দের মাঝে নগদ অর্থ এবং খাদ্যসামগ্রী বিতরণ চলমান রাখতে হবে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এখন দুটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জীবীকার জন্য খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সারা দেশে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে করোনা মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধি করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ সেবা দিতে হবে।

ওবায়দুল কাদের এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দলের কর্মী হিসেবে নয়, দেশের কর্মী হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের করোনা ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে পরাজিত করতে সবাইকে ঐকবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

সরকার নাকি দেশকে নরকপুরীতে পরিণত করেছে- বিএনপি মহাসচিবের এমন বিবৃতির জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রকৃতপক্ষে সরকার নয়, জনগণ মনে করে বিএনপির উসকানিতে একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী গত ২৬ মার্চ দেশের বিভিন্ন স্থানে নরকপুরী বানিয়েছিল।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মির্জা ফখরুলের উদ্দেশে বলেন, সরকার নয়, আন্দোলনের নামে প্রকাশ্যে ও গোপনে বিএনপির আগুন সন্ত্রাসই বর্বরতার নামান্তর।

জনগণের ওপর প্রতিশোধ নিতে বিএনপিই এখন বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, তারা ২০০১ সালে নির্বাচনের পর যেমন বর্বরতা চালিয়েছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর, তেমনি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর।

সেতুমন্ত্রী বলেন, জনগণের সহায়তায় সরকার সাম্প্রদায়িক দানবীয় অপশক্তিকে মোকাবিলা করেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, অন্ধকারের অপশক্তির কালো হাত ভেঙে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সম্ভাবনার সোনালী দিগন্তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে।

রাজধানীর পোস্তগোলায় ইফতারসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী এবং ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী ও সাধারণ সম্পাদক মো. হুমায়ুন কবির।